তারিখ 13 JUN 2015
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

যুগান্তর

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এডিপি

বছরের শেষে অর্থ ব্যয়ের মহোৎসব

মুসতাক আহমদ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ৯৩টি উন্নয়ন প্রকল্পে (এডিপি) যেনতেনভাবে অর্থ খরচের মহোৎসব চলছে। সারা বছর খোঁজখবর না থাকলেও অর্থবছরের শেষের দিকে এসে তড়িঘড়ি করে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, ইতিমধ্যে ব্যর্থ এবং দুর্নীতির দায়ে চিহ্নিত কয়েকটি প্রকল্পেও নতুন করে অর্থ ঢালা হচ্ছে। ফলে নিম্নমানের কাজ আর ব্যয়িত অর্থ লোপাটের আশংকা তৈরি হয়েছে। যদিও এডিপির অর্থ এভাবে ব্যয় নিয়ে দাতা সংস্থা ও বিশিষ্টজনদের আপত্তি রয়েছে। এদিকে বছরের প্রথম দশ মাসে এডিপি কম বাস্তবায়নের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খান। ২৬ মে এডিপি পর্যালোচনা সভায় তিনি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকদের তিরস্কার করেন। শুধু তাই নয়, সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ারও নির্দেশ দেন তিনি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) ৮ জন প্রকল্প পরিচালকসহ বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালককে (পিডি) শোকজ করা হয়েছে।

চলতি অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এডিপি খাতে মোট বরাদ্দ আছে ৩ হাজার ৮শ' কোটি ১৪ লাখ টাকা। মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি)

মহোৎসব : পৃষ্ঠা ১৬ : কলাম ১

মহোৎসব : অর্থ ব্যয়ের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রতিবেদনে দেখা যায়, গত এপ্রিল পর্যন্ত ১০ মাসে যেখানে বরাদ্দের মাত্র ৪৮ ভাগ অর্থ ব্যয় হয়েছিল, সেখানে শুধু মে মাসেই ব্যয় হয়েছে ১৬ ভাগ অর্থ। টাকার অংকে এই অর্থের পরিমাণ ৬১৮ কোটি টাকা। আইএমইডির দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা জানান, নীতি হচ্ছে বছরের প্রথম থেকেই এডিপি বাস্তবায়নে জোর দেয়া। তা না করে এডিপিতে সফলতা দেখানোর লক্ষ্যে বছরের শেষের দিকে এসে এমন ব্যয়ে দুর্নীতি আর অর্থ লোপাটের ঘটনা ঘটতে পারে।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর অর্থনীতিবিদ ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, কেবল শিক্ষাই নয়, আরও অনেক মন্ত্রণালয়েরই এডিপি বাস্তবায়নে এমন চিত্র রয়েছে। বছরের শুরুর দিকে ধীরগতি আর শেষের দিকে তড়িঘড়ি করে এডিপি বাস্তবায়নের কারণে যেমন কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তেমনি জনগণের অর্থও পকেটস্থ হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। তিনি এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে বছরের শুরু থেকেই তদারকি, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিবিড় পর্যবেক্ষণ করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, শিক্ষাসহ যে ১০টি মন্ত্রণালয় এডিপির দিক থেকে বড় তাদের কার্যক্রম জোরদারে পদক্ষেপ নিতে হবে।

সূত্র জানায়, মোট ৯৩টি প্রকল্প রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। এগুলো মাউশি, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর (ইইডি), কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) এবং বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের এপ্রিল মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদনে দেখা যায়, মোট বরাদ্দের ৭৪ ভাগ অর্থছাড় দেয়া হলেও মাত্র ৪৪ ভাগ এডিপি বাস্তবায়ন হয়েছে। উল্লিখিত ৫টি সংস্থার মধ্যে এডিপি বাস্তবায়নে সবচেয়ে পিছিয়ে মাউশি। সংস্থাটি মাত্র ৪০ ভাগ কাজ বাস্তবায়ন করতে পেরেছে। এডিপি খাতে তাদের জন্য রয়েছে মন্ত্রণালয়ের মোট বরাদ্দের ৪৪ ভাগ অর্থ। টাকার অংকে যা ১ হাজার ৬৬০ কোটি ৮৬ লাখ। এপ্রিল পর্যন্ত এই অর্থের ৮৩ ভাগ বা ১ হাজার ৩৭৫ কোটি ৬৬ লাখ ৩২ হাজার টাকা অর্থছাড় হয়েছে। কিন্তু তারা খরচ করেছে মাত্র ৬৫৬ কোটি ৬৬ লাখ ৭৪ হাজার টাকা। এভাবে ইইডি এপ্রিল পর্যন্ত ৫৮ ভাগ, কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর ৫২ ভাগ, ৫৪ ভাগ এডিপির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। অপরদিকে আইএমইডির এডিপি অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় মে মাস পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন করেছে ৬৪ ভাগ। যদিও এ মাস পর্যন্ত মোট বরাদ্দের ৮১ ভাগ অর্থছাড় করা হয়েছে। আবার মার্চ পর্যন্ত এ মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন ছিল ৪৬ ভাগ। পরের মাসে বা এপ্রিলে যা ৪৮ ভাগ। অর্থাৎ এখানে এক মাসে মাত্র ২ ভাগ হলেও পরের মাসেই (মে) এক লাফে ১৬ ভাগ এডিপি বাস্তবায়ন হয়েছে।

জানা যায়, এপ্রিল মাস পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে ২৬ মে অনুষ্ঠিত বৈঠকে শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খান তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বৈঠকে তিনি অবাস্তবায়নযোগ্য আরএডিপি (সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প) প্রস্তাব পাঠানোর দায়ে সংশ্লিষ্ট পিডিদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশনা দেন। এরপর মাউশি তাদের অধীন ৮টি প্রকল্পের পরিচালককে শোকজ করে ৭ জুন। প্রকল্পগুলো হচ্ছে— মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি (দ্বিতীয় পর্যায়), এস্টাবলিশমেন্ট অব অটিস্টিক একাডেমি, শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের উন্নয়ন, সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম, ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন, টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন, উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্প, আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন।

শোকজের ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক মো. তাহিয়াত হোসেন বলেন, 'বছরের প্রথমদিকে অর্থের প্রবাহ কম ছিল। এ কারণে আমরা তেমন আগাতে পারিনি। তবে অনেক কাজ করিয়েছি। বিশেষ করে নির্মাণ কাজ করানো হলেও তার বিল দেয়া হয়নি। এখন বিল দেয়া হলে ব্যয় অনেক বাড়বে। ফলে বাস্তবায়ন অগ্রগতিও বেশি দেখা যাবে।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের কাজের অগ্রগতি ভালো বলেই আমরা আরএডিপির বাইরে নতুন করে মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দ এনেছি। সেগুলোও ব্যয় করা সম্ভব হবে।'

প্রায় একই কথা বলেন, ইইডির প্রধান প্রকৌশলী দেওয়ান মোহাম্মদ হানজালা। তিনি বলেন, 'আমাদের কাজের অগ্রগতি ভালো। ঠিকাদাররা কাজ করেছেন। অনেকের বিল দেয়া হয়নি। এখন বিল পরিশোধ করা হলে ব্যয় স্বাভাবিকভাবেই বাস্তবায়নও বেশি দেখা যাবে।'

অপরদিকে শোকজের জবাবে টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রকল্প পরিচালক বনমালী ভৌমিক বলেন, প্রকল্পের অর্থে এ বছরে ৩২টি গাড়ি কেনার কথা ছিল। অনুমোদন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ায় এ অর্থ ব্যয় করা যায়নি, যা সমর্পণ করা হয়েছে।

শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খান বলেন, প্রকল্পের বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য বছরে শুরু থেকে পিডি ও সংস্থার প্রধানরা একাধিকবার অনুরোধ করেছেন। এরই ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অর্থ, বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে একাধিকবার অনুরোধ করা হয়েছে ও উপানুষ্ঠানিক পত্র দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের নিশ্চিত করা হয়েছে, প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থের সমস্যা হবে না। একই সঙ্গে 'বাস্তবসম্মত' ও 'বাস্তবায়নসম্ভব' এমন আরএডিপি প্রস্তাব পাঠাতে বলা হয়। কিন্তু বছরের শেষে এসে আরএডিপি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না— বলাটা সরকারি কর্মচারী আচরণবিধির পরিপন্থী। তিনি আরও বলেন, অনেকে আরএডিপি বরাদ্দও কমিয়ে নিয়েছেন। অর্থ সমর্পণ করেছেন। এটা অদক্ষতারই নামান্তর। এদিকে বছরের ১০ মাসে এডিপি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন প্রকল্পকে নতুন করে অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছে বলে জানা গেছে। একটি সূত্র জানায়, আরএডিপির পর যে অর্থ বেচে যায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় তা দেনদরবার করে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে নিয়ে আসে। এরপর তা বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যয়ের জন্য দেয়।

অপরদিকে প্রশিক্ষণের সময় না থাকা সত্ত্বেও এই খাতে ব্যয়সহ আরও কিছু খাত মিলিয়ে এস্টাবলিশমেন্ট অব অটিস্টিক একাডেমি প্রকল্পে গত ৪ জুন ১ কোটি ৪ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজগুলোর উন্নয়ন প্রকল্প, ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপনসহ আরও বেশ কয়েকটি প্রকল্পে। এসব প্রকল্পের অর্থ ব্যয় নিয়ে নানা অভিযোগ আর কাজের মান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।